খবর রাজ্যে/রাজ্যে

ফেরা মামলা : ইডির ডাকে সাড়া না দেওয়ায় অভিযুক্ত অস্ত্র ব্যবসায়ী অভিষেক ভার্মা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : দিল্লির একটি আদালত ফেরা আইন মামলায় ইডির সমনে সাড়া না দেওয়ায় অস্ত্র ব্যবসায়ী অভিষেক ভার্মাকে অভিযুক্ত করেছে। প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালে এই ঘটনাটি ঘটে। অতিরিক্ত মুখ্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জ্যোতি টেলর ৯ আগস্ট এ নিয়ে শাস্তি ঘোষণা করলেন। আইনজীবীদের অবশ্য দাবি, এজন্য খুব বেশি হলে তিন বছর জেল হতে পারে ভার্মার।

আদালতে শুনানি চলাকালীন ইডি-র আইনজীবী এন কে মাট্টা জানান, ইডির সমন পেয়েও ভার্মা জবাব না দেওয়ায় তদন্তের কাজও থমকে গেছে। তাদের দাবি, ১৯৯৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর ইডি আদালতে ভার্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে। ওই অভিযোগে বলা হয়, বিতর্কিত অস্ত্র ব্যবসায়ী অভিষেক ভার্মা ফেরা আইন লঙ্ঘন করেছেন কি না, খতিয়ে দেখতে তদন্ত প্রয়োজন। ইডির দাবি মেনে বিচারক ভার্মাকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন পাঠান। মাট্টার মতে, ভার্মা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আদালতকে এড়িয়ে যান। এভাবেই তিনি ফেরা আইনে নতুন নির্দেশিকা অনুসারে তদন্তের পথে বাধা সৃষ্টি করেন।

ইডি ভার্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে বলে ১৯৯৯ সালে জুলাই থেকে নভেম্বরের মধ্যে কমপক্ষে ৭ বার এই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে তলব করা হয়। তিনি কোনওবারই সমনের জবাব দেননি।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ১৯৯৯ সালের জুন থেকে নভেম্বরের মধ্যে সমনের জবাব না দেওয়ায় ইডি ক্ষুব্ধ হয়ে ভার্মাকে তদন্তকারী অফিসারদের মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ দেয়। প্রসঙ্গত, ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে ভার্মার বিরুদ্ধে এই মামলার চার্জ গঠন করা হয়। সে সময় তিনি যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং নতুন করে তদন্তের দাবি জানান।

পুলওয়ামায় সংঘর্ষ, মৃত ২ জঙ্গি

শ্রীনগর, ৩০ জুলাই : কাশ্মীরে পুলওয়ামা জেলায় জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বেশ কিছুদিন থেকেই পুলওয়ামা জেলার তাহাব অঞ্চলে কয়েকজন জঙ্গি লুকিয়ে আছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছিল।

শনিবার গভীর রাতে সকাল সকাল নিরাপত্তা বাহিনী পুরো অঞ্চলটি ঘিরে ফেলে। নিরাপত্তা বাহিনী ঘিরে ফেলার কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি বাড়ির মধ্যে থেকে সেনাদের লক্ষ্য গুলি ছোড়া হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব দেয় সেনারাও। শুরু হয় দু'পক্ষের গুলির লড়াই। শনিবার রাতে বাড়ির মধ্যে ঢোকেনি সেনারা। কিন্তু রবিবার সকাল হতেই বাড়ির মধ্যে ঢোকার উদ্যোগ শুরু হয়। সে সময় সেনাদের লক্ষ্য করে ফের গুলি চালানো হতে থাকে। সেনাবাহিনীও পাল্টা জবাব দেয়। বেশ কিছুক্ষণ পর ওই বাড়ির মধ্যে থেকে গুলি ছোড়া বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় সেনারা বাড়ির মধ্যে ঢুকে দুই জঙ্গির মৃতদেহ দেখতে পায়।

সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, জঙ্গিদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তারা কোন গোষ্ঠীর, তাও জানা যায়নি। আরও জঙ্গির খোঁজে আশপাশের অঞ্চলে তল্লাশি চলছে।

কেরলে আরএসএস কর্মীকে হত্যার দায়ে ধৃত ৫

তিরুবনন্তপুরম, ৩০ জুলাই : কেরলে শাসকদল সিপিএমের সঙ্গে বিজেপির সংঘর্ষ চলছে। এক আরএসএস কর্মীকে হত্যার দায়ে বিজেপি রবিবার দিনভর হরতালের ডাক দেয়। আরএসএস কর্মী হত্যার ঠিক পরদিনই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং কেরলে বিজেপি ও আরএসএস কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক হিংসা কোনওমতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

রবিবার সকালেই কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী নাকি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, অভিযুক্তরা যেই হোক না কেন, রাজ্য সরকার তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দেওয়ার পর সন্তোষ প্রকাশ করেন রাজনাথ বলে বিজয়নের সচিবালয় থেকে ফেসবুকে জানানো হয়েছে।

আরএসএসের করবাহক হিসেবে পরিচিত রাজেশ (৩৪) শুক্রবার আক্রান্ত হন। তাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। রাজেশের মাথাটি শরীর থেকে বাদ দেওয়া হয়। তাঁর বাঁ-হাতটিও কেটে ফেলা হয়। এই আরএসএস কর্মীর সারা শরীরেই ছিল আঘাতের চিহ্ন। ঘটনার এক দিন পরেই পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তিরুবনন্তপুরমের কাছেই কট্টককারা থেকে রবিবার সকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। শহরের পুলিশ কমিশনার জি পারজন কুমার জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে জেরা করা হচ্ছে।

এছাড়া পুলিশের হেফাজতে রয়েছে আরও ৫ ব্যক্তি। তাদেরও কাট্টককারা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে রাজ্য পুলিশের প্রধান লোকনাথ বেহেরা রাজ্যবাসীর কাছে গুজব ছড়ানো বা প্ররোচনামূলক খবর রটানো থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করেছেন। এ ধরনের কোনও ঘটনা দেখলেই তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি

ভারতে ২৯টি মহানগর ও শহর প্রবল ভূকম্পপ্রবণ, দাবি এনএসসি'র রিপোর্টে

২০০১ সালে প্রবল ভূমিকম্পে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় গুজরাটের ভুজ শহরটি।

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। রাজধানী দিল্লি সহ আরও ৯টি রাজ্যের রাজধানী প্রবল থেকে প্রবলতর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার মধ্যে পড়েছে। এছাড়া আরও ২৯টি মহানগর ও শহরও একইভাবে প্রবল ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার অন্তর্ভুক্ত। তবে এই শহরগুলির অধিকাংশ হিমালয় বা হিমাচল সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত, যে অঞ্চল বিশ্বের সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত।

দিল্লি, পাটনা, শ্রীনগর, কোহিমা, পুদুচেরি, গুয়াহাটি, গ্যাংটক, সিমলা, দেরাদুন, ইম্ফল এবং চণ্ডীগড় পড়েছে সেসমিক জোন ৪-৫ এর মধ্যে। প্রসঙ্গত, ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিস) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলকে ২-৫, জোনের মধ্যে ভাগ করেছে। ভূমিকম্পের রেকর্ড, টেকটনিক কাজকর্ম এবং ক্ষতির পরিমাণ অনুসারে এই বিভাজন হয়েছে বলে দাবি করেছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমোলজির (এনআইএস) ডিরেক্টর বিনীত গেহলট।

গেহলটের দাবি, 'সেসমিক মাইক্রোজোনেশন' কোনও অঞ্চলকে ছোট ছোট এরিয়ায় ভাগ করার পদ্ধতি। কোন অঞ্চলে ভূমিকম্পের ফলে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে এই পদ্ধতিতে তা বিচার করে দেখা হয়। এই পদ্ধতিতে জোন-২ অনেক কম ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়। যেখানে জোন-৫ প্রবল ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে দাগ কাটে। জোন-৪ এবং ৫ প্রবল থেকে প্রবলতর ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এনএসসি-র রিপোর্ট অনুসারে জোন-৫-এর মধ্যে পড়েছে প্রায় পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চল, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, গুজরাটের কচ্ছের রান, বিহার এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অংশবিশেষ। অন্যদিকে প্রায় সামগ্রিকভাবে জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লি, সিকিম, উত্তর প্রদেশের উত্তরাংশ, পশ্চিমবঙ্গ ও গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রের একটি ছোট অংশ জোন-৪-এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এইসব অঞ্চলে প্রবল থেকে প্রবলতর ভূমিকম্প হতে পারে যে কোনও দিন। চণ্ডীগড়, আম্বালা, অমৃতসর, লুধিয়ানা এবং রুরকিও ৪-৫-এর মধ্যে পড়েছে। অর্থাৎ এই শহরগুলিতেও যে কোনও সময় বড়মাপের ভূমিকম্প হতে পারে।

২০০১ সালে গুজরাটের ভুজে প্রবল ভূমিকম্প হয়। ওই ভূমিকম্পে ভুজ শহর প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মৃত্যু হয় ২০ হাজার মানুষের। অসংখ্য ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে। আর্থিক ভাবে বিপুল ক্ষতি হয়। বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের অধ্যাপক কুশালা রাজেন্দ্রন ভূমিকম্প সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞ। তাঁর দাবি, ভারতে যেসব শহর প্রবল থেকে প্রবলতর ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত সেগুলি সবই ঘন জনবসতিপূর্ণ এবং গঙ্গার অববাহিকায় অবস্থিত। ঘন জনবসতিপূর্ণ হওয়ায় এইসব শহরে প্রবল ভূমিকম্প হলে যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে এবং বহু মানুষ প্রাণ হারাবেন তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

হিমালয়ের পাদদেশ, আপার অসম থেকে জম্মু ও কাশ্মীর প্রবল ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত। এই অঞ্চলের বহু শহরই গঙ্গার অববাহিকা অথবা হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত। কাজেই ভূমিকম্পের প্রবল প্রভাব পড়তে পারে এইসব শহরে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের সচিব রাজীবন জানিয়েছেন, আগামী বছর মার্চ মাসের মধ্যেই আরও ৩১টি নতুন ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণের জন্য 'অবজারভেটরি' তৈরি হয়ে যাবে। বর্তমানে এরকম ৮৪টি অবজারভেটরি রয়েছে। এইসব অবজারভেটরি ভূমিকম্পের প্যারামিটার অনেক নিখুঁতভাবে রেকর্ড করতে পারবে এবং সম্ভাব্য ভূমিকম্পের আগাম হদিশও দিতে পারবে।

দিল্লি ও কলকাতা দু'টি মেগা সিটি প্রবল থেকে প্রবলতম ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার মধ্যে পড়েছে। এই দু'টি অঞ্চলে ভূমিকম্পের ফলে তাৎক্ষণিক প্রভাব কতদূর হতে পারে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই সমীক্ষা শুরু করেছে এনএসসি। কোনও কোনও বিশেষজ্ঞ এজন্য এইসব শহরের বহুতলগুলিকেও দায়ী করছেন। এইসব বহুতলগুলিতে যেভাবে মাটি কাটা হয়, তা ক্ষতিকর হচ্ছে। এছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি শহরগুলিতে আগে কাঠ দিয়ে বাড়ি তৈরি হত। এখন ওইসব শহরে তৈরি হচ্ছে কংক্রিটের ইমারত। ভূমিকম্প হলে এইসব ইমারত দ্রুত ভেঙে পড়বে এবং বহু মানুষের দ্রুত প্রাণহানি হবে। কাঠ দিয়ে বাড়ি তৈরি হলে যা অনেকটাই রোধ করা যেত।

মানুষের এগিয়ে যাওয়ার সাধ তাদের নিজেদেরই বিপদের কারণ হয়ে উঠছে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের। মাত্র বছর ২-৩ দিন আগেই কেদারনাথের জলোচ্ছাস প্রমাণ করে দিয়েছে এইসব কংক্রিটের ইমারত তাসের ঘরের মতো কীভাবে ভেঙে পড়ে মানুষের প্রাণহানি ঘটায়। এই একই ঘটনা ঘটতে পারে ভূমিকম্পের ক্ষেত্রেও।

মারিজুয়ানাকে চিকিৎসার প্রয়োজনে আইনসম্মত করতে চান মানেকা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : গ্রুপ অফ মিনিস্টার্সের (জিওএম) বৈঠকে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু ক্ষমতায়ন দফতরের মন্ত্রী মানেকা গান্ধির পরামর্শ শুনে কোনও কোনও মন্ত্রী ভ্রু হয়তো সামান্য কুঁচকেছিল। কিন্তু সেসবকে গ্রাহ্য না করে মানেকা তাঁর প্রস্তাবের একটি কপি জিওএমের চলতি বছরের দ্বিতীয় বৈঠকে 'মিনিটসে' ঢুকিয়ে দিতে পেরেছেন। প্রস্তাবকি কি? মানেকা গান্ধি চান, এবার মারিজুয়ানার ব্যবহারও চিকিৎসার প্রয়োজনে আইনসম্মত করা হোক। তাঁর দাবি, বেশকিছু উন্নত দেশ ইতিমধ্যেই এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। এমনকি কেউ কেউ ইতিমধ্যেই তা আইনসম্মত করে ফেলেছে। এই দেশগুলির অন্যতম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রচুর। এই মাদকে আসক্তি কমাতেই আমেরিকা ইতিমধ্যেই মারিজুয়ানা সহ বেশকিছু ড্রাগের ব্যবহারকে আইনসম্মত করেছে।

মানেকা গান্ধি এদিন বৈঠকে বলেছেন, এ বিষয়টি ন্যাশনাল ড্রাগ ডিমান্ড রিডাকশন পলিসি পরীক্ষা করে দেখেছে। সরকার নিজেও ফের তা পরীক্ষা করে দেখতে পারে। দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, মারিজুয়ানার মতো বিভিন্ন ড্রাগকে আইনসম্মত করে দিলে আপনা থেকে ও স্বেচ্ছায় নেশা ছাড়তে থাকবে তারা।

ঔরঙ্গাবাদে গ্রেফতার ৩ নকশাল

ঔরঙ্গাবাদ, ৩০ জুলাই : বিহারের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় সিআরপিএফ ও পুলিশের যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে ৩ নকশালকে গ্রেফতার করেছে। তারা বিভিন্ন জায়গায় ৩ আগস্ট বিহার বনধকে সফল করতে পোস্টার মারছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে যৌথবাহিনী এদিন ঔরঙ্গাবাদ জেলার বিভিন্ন গ্রামে হানা দেয়। সহজপুর ও কালিদি গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয় এই ৩ নকশালকে। ধৃত নকশালরা হল রামলগন সিং ভোকতা, কমলেশ সিং ভোকতা এবং মহেশ ভুঁইয়া। এদের মধ্যে কমলেশ সিং আগেও গ্রেফতার হয়েছে। সম্প্রতি জামিনে ছাড়া পায় সে।

তিরুবনন্তপুরমে আরএসএস কর্মীকে হত্যার প্রতিবাদে বিজেপির ডাকা ২৪ ঘণ্টা বনধে গুনশান শহর।

আমেথিতে বোনেদের রক্ষা বন্ধনের উপহার 'টয়লেট'

আমেথি, ৩০ জুলাই : রক্ষা বন্ধনে বোনেদের ভাইরা উপহার দেবেন—এই রীতি বহুদিনের। এবার কিন্তু বোনেরা পেতে চলেছেন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের উপহার। রক্ষা বন্ধনে এবার বোনেদের আমেথির ভাইয়েরা 'টয়লেট'। পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে জেলায় প্রচার চালানো হচ্ছে। জেলা স্বচ্ছতা সমিতি এ নিয়ে একটি কর্মসূচিও শুরু করেছে। কর্মসূচিটির নাম দেওয়া হয়েছে 'আনোখি আমেথি কা আনোখা ভাই'। আমেথির মুখ্য উন্নয়ন আধিকারিক অপূর্বা দুবে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, রক্ষা বন্ধনে বোনেদের টয়লেট উপহার দিতে জেলায় রীতিমতো সাড়া পড়েছে। জেলার বিভিন্ন ব্লকে ৮৫৪ ব্যক্তি নিজেদের ভাই হিসেবে পরিচয় দিয়ে বোনকে 'টয়লেট' উপহার দিতে জেলা কমিটির কাছে নাম নথিভুক্ত করেছে। তবে অপূর্বা জানিয়েছেন, জেলা কমিটিতে নথিভুক্ত ভাইদের নিজেদের খরচেই এই টয়লেট তৈরি করতে হবে। পরে এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে একটি লাকি লটারি প্রতিযোগিতা থেকে ৩ জন অংশগ্রহণকারীকে বেছে নেওয়া হবে। বিজয়ীরা পাবেন নগদ ৫০ হাজার টাকা ও একটি করে মোবাইল।

'টয়লেট' সত্যিই তৈরি হয়েছে কি না কী করে জানা যাবে? দুবের দাবি, সরকারি আধিকারিকদের একটি দল টয়লেটের নির্মাণ পরীক্ষা করে দেখবেন। জেলা স্তরে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদেরই জয়ী হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, 'টয়লেট' নির্মাণ নিয়ে জেলা কমিটিতে রয়েছেন জেলাশাসক, মুখ্য উন্নয়ন অফিসার এবং ডিপিআরও।

নীতীশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে বন্ধু শরদ যাদবের শরণাপন্ন লালু

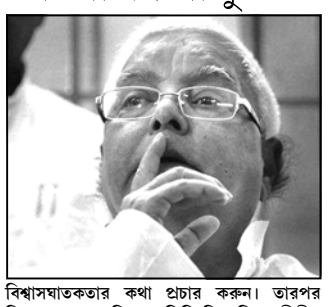

**পাটনা, ৩০ জুলাই : একদা বন্ধু 'নীতীশ কুমার' যে ধাক্কা দিয়েছেন, তা সহ্য করা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠছে আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের পক্ষে। কিন্তু এই দুঃসময়ে পাশেও পাচ্ছেন না কাউকে। নীতীশের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অনেকে সমালোচনা করলেও সরাসরি লালুর মঞ্চে এসে দাঁড়াচ্ছেন না কেউ। ব্যতিক্রম নীতীশের দলেরই কেন্দ্রীয় নেতা শরদ যাদব। জোট ভেঙে নয়া মন্ত্রিসভা গড়ার দিন নীতীশের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির হননি শরদ যাদব। বরং সে সময় তিনি দিল্লিতে আর এক জোট শরিক কংগ্রেসের সহ সভাপতি রাহুল গান্ধির সঙ্গে বৈঠক করতেই ব্যস্ত ছিলেন। জানা গেছে, জোট যে ভাঙছেন নীতীশ নাকি সেকথা শরদকেও জানাননি। ফলে প্রবল ক্ষুব্ধ দলের কেন্দ্রীয় নেতা। বিজেপি এখন তাঁকে মন্ত্রী করার প্রলোভন দেখিয়ে দলে টানতে চাইছে এমন অভিযোগও উঠেছে শরদের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে।

শরদ যাদবের নীতীশ বিরোধিতাকেই কাজে লাগাতে চাইছেন লালুপ্রসাদ যাদব। জনতা দল (সংযুক্ত) নেতা নীতীশ কুমার যেভাবে জনগণের ভোটে জিতে এসে ফ্যাসিস্ট শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, যেভাবে আরজেডির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তাতে লালু অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছেন। তাই এবার শরদ যাদবের কাছে তাঁর আর্জি, সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে (ধরে নেওয়া যাক, নীতীশের বিরুদ্ধে) লড়াইয়ে তিনি নেতৃত্ব দিন।**

লালু সাংবাদিকদের বলেছেন, আম্বেদকরের ভাবমূর্তি নীতীশ ভেঙে খান খান করে দিয়েছেন। জনতা দলের (সংযুক্ত) প্রকৃত নেতা বলতে তিনি শারদ যাদবকেই বোঝেন। তাই তাঁর আবেদন দেশের সব প্রান্তে ঘুরে ঘুরে তিনি নীতীশের এই বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রচার করুন। তারপর বিহারে আসুন। বিহারে তিনি বিজেপি ও নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লালুর হাত শক্ত করুন।

প্রসঙ্গত, গত ২৬ জুলাই নীতীশ কুমার আরজেডি ও কংগ্রেসের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করে বিজেপির হাত ধরেছেন। লালুপুত্র ও একদা নীতীশ মন্ত্রিসভার উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে ঘুস ও দুর্নীতির অভিযোগে জোট ছেড়েছেন তিনি। কিন্তু শরদ যাদব এইসব অভিযোগে তেমন আমল দেননি। লালু রবিবার বলেছেন, শরদের সঙ্গে টেলিফোনে তার কথা হয়েছে। নীতীশের বিরুদ্ধে ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁকে নেতৃত্ব দিতে অনুরোধ করেছেন তিনি। নীতীশের এই কাজের বিরুদ্ধে আরজেডি খুব তাড়াতাড়ি 'দেশ বাঁচাও, বিজেপি ভাগাও' আন্দোলন শুরু করতে চলেছে। এদিকে লালুর হুমকিকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি মন্ত্রিসভা চালাচ্ছেন নীতীশ কুমার। এদিন ২৭ জন মন্ত্রীর মধ্যে দফতর ভাগ করে দেন তিনি। রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি রাজভবনে এই মন্ত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

পথ কুকুরদের খাওয়ানোর সময় তারা যেন বিরক্ত না করে : দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই : সাধারণ মানুষ বাস করেন হয়তো চারপাশে। মাঝখানে কোনও রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কুকুরদের অনেকেরই খাওয়ানোর অভ্যাস রয়েছে। পশুপ্রেমী বহু মানুষ আবার তাদের আশ্রয়েরও ব্যবস্থা করে দেন এরকমই কোনও না কোনও জায়গায়। দিল্লি হাইকোর্ট তাদের রায়ে দক্ষিণ দিল্লির দুই বাসিন্দাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, পথকুকুর বা তাদের বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় তারা যেন অন্যের অস্বস্তির বা আতঙ্কের কারণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিচারপতি বিপিন সাংঘি ও রেখা পাল্লির বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে।

বেঞ্চ পরিষ্কার বলেছে, দুই অভিযুক্ত পথ কুকুরদের কোনওমতেই সাধারণের ব্যবহারের জায়গা অথবা কোনও নিজস্ব সম্পত্তির মধ্যে (যা যৌথভাবে সকলে ভোগ করেন) খাওয়াতে বা আশ্রয় দিতে পারবেন না। একমাত্র প্রতিবেশীরা অনুমতি দিলে তবেই এই কাজ করতে পারবেন। পথকুকুরদের খাওয়ানোর মতো রাস্তার ধারে তাদের চেন দিয়ে বেঁধে রাখাও যাবে না বলে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর

অন্যতম কারণ বহু সময়েই দেখা যায়, পথকুকুরদের খাওয়ার সময় তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে যা অন্যের আতঙ্কের কারণ হয়।

এছাড়া পথকুকুররা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেই অভ্যস্ত। তাদের অনাবশ্যক চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হলেও অনেক সময়ই ব্যাপক চিৎকার-চেঁচামেচি করে, যা অন্যের অসুবিধার কারণ হয়। বেঞ্চ পরিষ্কার জানিয়েছে, একই জায়গার মধ্যে থাকা পরিজন অথবা প্রতিবেশীদের কোনওভাবেই পথকুকুরদের প্রতি তাদের আচরণ যেন বিরক্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ করতে হবে। বেঞ্চের মতে, যারা কুকুর পোষেন না, তাদের কাছে অনেক সময়ই পথকুকুর বা অন্য কুকুরদের আচরণ অস্বস্তি এবং আতঙ্কের কারণ হয়। বেঞ্চ দক্ষিণ দিল্লির দুই বাসিন্দার তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, পথকুকুরদের প্রতি তাদের আচরণ অনেক সময়ই কৃত্রিম বলে মনে হয়। কারণ সেখানে আন্তরিকতার কোনও ছোঁয়া থাকে না। যদি সত্যিই তারা পথ কুকুরদের ভালবাসতেন, তবে তাদের এরকম অস্বাস্থ্যকর এবং খারাপ জায়গায় রাখতেন না। পথ কুকুরদের বাসস্থান নিয়ে যেসব ফটোগ্রাফ আদালতে জমা দেওয়া হয় তা দেখেই বেঞ্চ এই মন্তব্য করে।

দিল্লির আদালতে ওমপ্রকাশ সাইনির মামলার ভিত্তিতে এই রায় দেয় আদালত। সাইনি আরও দু'জনের সঙ্গে তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে থাকেন। তিনি আদালতে অভিযোগ করেন, সকলের চলার পথে কুকুরদের খাওয়ানোর কারণে যে অসুবিধা সৃষ্টি হয় তা বন্ধ করতে হবে। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের গোড়ার দিকে কেরল পুরসভার চার সদস্য ও চেয়ারম্যান পথকুকুরদের হত্যার জন্য সুপ্রিম কোর্টে ক্ষমা চান।

'আমরা চাষ করি আনন্দে...' বৃষ্টিস্নাত রবিবারের সকালে জয়পুরের বাইরে এক চাষের জমিতে দুই মহিলা।